

সূরা ৯৪ : নাশরাহ, মাক্কী

(আয়াত ৮, রুকু ১)

৯৪ - سورة الشرح، مَكِّيَّة

(آيَاتُهَا : ৮، رُكُوعَاتُهَا : ১)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

(১) আমি কি তোমার বক্ষ
তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে
দিইনি?

۱. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

(২) আমি তোমা হতে অপসারণ
করেছি তোমার সেই ভার -

۲. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

(৩) যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত
করেছিল;

۳. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

(৪) এবং আমি তোমার খ্যাতিকে
উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

۴. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

(৫) কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি
আছে.

۵. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(৬) অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে।	٦. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
(৭) অতএব যখনই অবসর পাও সাধনা কর,	٧. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
(৮) এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর।	٨. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

বক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়ার অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ হে নাবী! আমি তোমার কল্যাণার্থে তোমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিয়েছি, দয়ামায়াপূর্ণ এবং অনুগ্রহপুষ্ট করে দিয়েছি। যেমন অন্য জায়গায় বলেন :

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃ-করণ উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১২৫) মহান আল্লাহ বলেন : ‘হে নাবী! তোমার বক্ষ যেমন প্রশস্ত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে, তেমনই তোমার শারীয়াতও প্রশস্ততা সম্পন্ন, সহজ সরল ও নম্রতাপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। তাতে কোন জটিলতা নেই এবং নেই কোন সংকীর্ণতা ও কঠোরতা।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন : وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ‘আমি তোমার বোঝা অপসারণ করেছি।’ এর ভাবার্থ হল আল্লাহ তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বাপর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন :

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ

وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ঢ্ৰটিসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূৰ্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ : ২)

মহান আল্লাহ বলেন : الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ হে নাবী! আমি তোমার উপর থেকে তোমার সেই ভার অপসারিত করেছি যা তোমার মেরুদণ্ডের জন্য খুব ভারী মনে হয়েছিল।

রাসূলের (সাঃ) সম্মান সমুন্নত করার অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ‘আর আমি তোমার জন্য তোমার খ্যাতি সমুন্নত করেছি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : যেখানে আমার (আল্লাহর) আলোচনা হবে সেখানে তোমারও আলোচনা হবে। যেমন :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।’ (তাবারী ২৪/৪৯৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হল : দুনিয়া এবং আখিরাতে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা বুলন্দ করেছেন। কোন খতীব, কোন বক্তা এবং কোন সালাত আদায়কারী এমন নেই যিনি আল্লাহর একাত্মবাদের ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের কথা উচ্চারণ করেননা, অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ উচ্চারণ করেনা। (তাবারী ২৪/৪৯৪)

কষ্টের পরেই রয়েছে শান্তি!

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ‘কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।’ আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, কষ্ট ও দুঃখের পরেই শান্তি ও সুখ রয়েছে। অতঃপর খবরের প্রতি গুরুত্ব আরোপের জন্য এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

সময় পেলেই আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ** فَارْغَبْ অতএব, হে নাবী! যখনই তুমি অবসর পাবে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত হও এবং তোমার রবের প্রতি মনোনিবেশ কর। অর্থাৎ দুনিয়ার কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেই আমার ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ কর, নিয়ত পরিষ্কার কর, পরিপূর্ণ আগ্রহ সহকারে আমার প্রতি আকৃষ্ট হও। এই অর্থ বিশিষ্ট একটি সহীহ হাদীসও রয়েছে। হাদীসটির মর্ম হল : খাবার সামনে থাকা অথবা পায়খানা প্রস্রাবের বেগ থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতে নেই। (মুসলিম ১/৩৯৩) অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়েছে : ‘সবাই সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অবস্থায় যদি তোমার সামনে রাতের খাবার আনা হয় তাহলে প্রথমে খাবার খেয়ে নাও।’ (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৮)

মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে সালাতে দাঁড়াও। অতঃপর আল্লাহর নিকট মনোযোগ সহকারে দু‘আ কর এবং নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে স্বীয় রবের প্রতি আকৃষ্ট হও। (তাবারী ২৪/৪৯৭)

সূরা নাশরাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।